ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩৪৬ ● কলকাতা ● ০৮ পৌষ, ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

বাবাকে অপমান, মুকেশ খান্নাকে হুঁশিয়ারি দিলেন সোনাক্ষী

পৃঃ ৫

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরে অশ্বিন

পৃঃ ৬

লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুবিধেভোগী মহিলারা ৬০ পার হলেই পাবেন ১০০০ করে বার্ধক্য ভাতা

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুবিধাভোগী মহিলারা এবার পেতে চলেছেন বার্ধক্য ভাতা। এই সংক্রান্ত খাসড়া ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে গেছে। এই বিষয়ে যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর তা মন্ত্রিসভায় পাশ করানো হবে। আর সেখানে সিলমোহর পড়লেই এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হতে পারে। যদিও তা জারি করার আগে প্রশাসনিক একাধিক কাজ আছে। তা সারতে হবে। এরপরেই এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা নবান্নের তরফে জারি করা হতে পারে। আর তাও হতে হতে নতুন বছর হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ওল্ড এজ পেনশন' প্রকল্পের অধীনে বার্ধক্য ভাতা দেয় রাজ্য সরকারের নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দফতর। নিয়ম অনুযায়ী, বার্ধক্য ভাতার সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতি মাসের আয় এক হাজার টাকা কিংবা এর নীচে হতে হয়। এই নিয়মেই রদবদল চান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার। রাখতে চান না কোনও আয়ের ঊর্ধ্বসীমা। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো বাংলার সকল মহিলারাই যাতে বার্ধক্য ভাতার সুবিধা ভোগ করেন সেজন্যেই এহেন পদক্ষেপ নবান্নের। বিরোধীরা একে ভোট পাওয়ার রাজনীতি বললেও আসলে এতে কিন্তু বহু প্রান্তিক মানুষ উপকার পাচ্ছে।

বিরোধীদের একটা অভিযোগ ঠিক যে, যাদের প্রয়োজন নেই, যাদের যথেষ্ট টাকা আছে তারাও পাচ্ছে এই সুবিধা - জনগণের ট্যাক্সের টাকায়। বর্ধক্য ভাতার জন্য আর আবেদন করতে হবে না। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রাপকরাই বার্ধক্য ভাতার সুবিধা পান। আর তা ঘটে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতেই। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রাপকরাই ৬০ বছর হয়ে গেলেই বার্ধক্য ভাতার সুবিধা পেতে শুরু করেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো বাংলার সকল মহিলারাই যাতে বার্ধক্য ভাতার সুবিধা ভোগ করেন সেজন্যেই এহেন পদক্ষেপ নবান্নের। এতে কয়েক লাখ মহিলা উপকৃত হবেন বলেও মনে করা হচ্ছে।

কৌশলে কলকাঠি নেড়েছিল! বেলডাঙার ঘটনায় গ্রেফতার ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বেলডাঙায় আলোর বোর্ডে কিছু লেখা ফুটে উঠেছিল। আর সেই লেখাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছিল তুমুল গণ্ডগোল। পরিস্থিতি সামাল দিতে সমস্যায় পড়ে পুলিশ। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপান উতোর কিছু কম হয়নি। এদিকে তারপর প্রায় একমাস কেটে গিয়েছে।তবে ওই ছাত্রকে খুঁজে পেতে পুলিশকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। তবে শেষ পর্যন্ত পুলিশ ওই ছাত্রকে গ্রেফতার করতে সমর্থ হয়েছে। তবে সে কেন এই কাণ্ড ঘটিয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই কাজ করার কাজে সে একাই যুক্ত নাকি এর পেছনে আর কেউ ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে সে বেলডাঙায় বোর্ডের লেখা কিছুক্ষণের জন্য বদলে দিয়েছিল। তার জেরেই ব্যপক বিভ্রান্তি তৈরি হয়।এবার সেই ঘটনায় পুলিশ এক ইঞ্জিনিয়ার পড়ুয়াকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতের নাম সায়ন হালদার। সে কৃষ্ণনগর পলিটেকনিক কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। তার বিরুদ্ধে এবার ভয়াবহ অভিযোগ। সূত্রের খবর, একটি ডিজিটাল বোর্ডে ওই লেখা ফুটে উঠেছিল। একটি একটি বিশেষ কোম্পানির ওই বোর্ড। সেই কোম্পানির অ্যাপও রয়েছে। সেই অ্যাপের মাধ্যমে লেখা বদলানো যায়। সেক্ষেত্রে সন্দেহ করা হচ্ছিল কোনও মোবাইল অ্যাপ থেকে এই লেখা বদলানো হচ্ছিল। কিন্তু কোন মোবাইল থেকে এই লেখা বদলানোর বিষয়টি করা হয়েছিল সেটা খোঁজার চেষ্টা করা হচ্ছিল। এরপর দিল্লি থেকে ওই কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ারকে পুলিশ ডেকে আনে। এরপর খোঁজ করা হয় ঠিক কোন মোবাইল থেকে এই লেখা বদলানো হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তার সন্ধান মেলে। তবে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে একেবারে সবদিক খেয়াল রেখেই ওই ছাত্র দূর থেকে ওই অ্যাপের মাধ্যমে লেখা বদল করেছিল বলে অভিযোগ। তবে সেই সময় সে মোবাইলটি ফ্লাইট মোডে রেখেছিল। এরপর ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে নেটের মাধ্যমে সে এই অ্যাপ ব্যবহার করেছিল বলে অভিযোগ। সব মিলিয়ে তার হদিশ পেতে পুলিশকে প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়। কারণ যে মোবাইল থেকে এটা করা হয়েছিল তার অবস্থান বোঝা যাচ্ছিল না। তবে পুলিশের একাংশের মতে, ওই ছাত্রের বাড়ি একেবারে প্রত্যন্ত এলাকায়। সে প্রযুক্তিগত দিক থেকে বেশ পারদর্শী। অভিযুক্তের কাছ থেকে সব মিলিয়ে পাঁচটি সিম উদ্ধার করা হয়েছে। সেগুলিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

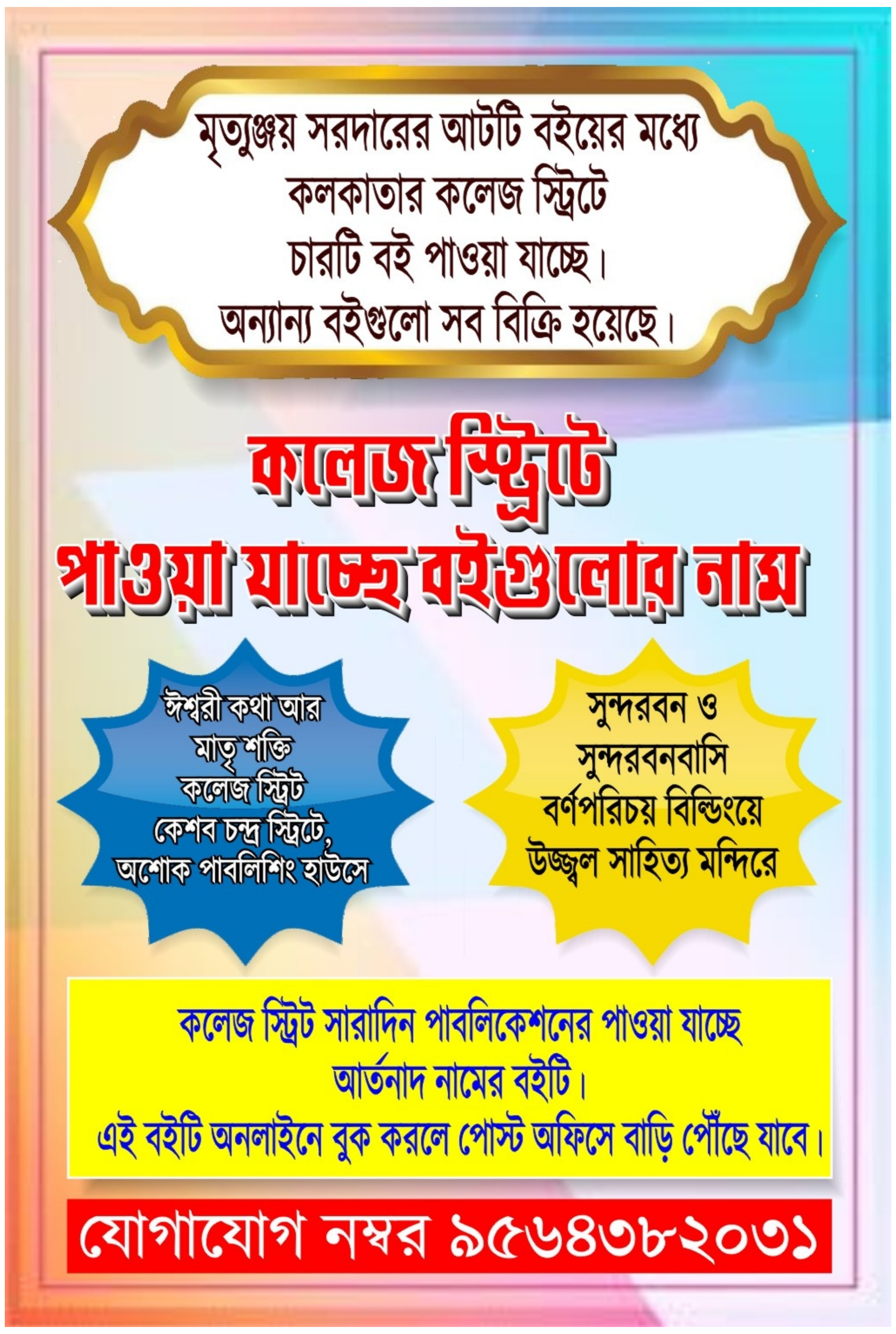

জঙ্গলমহলে প্রতিবাদের ঝড় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের

ঝাড়গ্রাম

লোকসভায় ডাঃ বি.আর.আম্বেদকরকে নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর অসম্মান করার প্রতিবাদে সাঁকরাইল ও গোপীবল্লভপুর কলেজ প্রাঙ্গণে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। লোকসভায় ভারতের সংবিধান রচয়িতা ডক্টর বি আর আম্বেদকর কে নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অসম্মানজনক মন্তব্য করেন। তার ওই মন্তব্যের প্রতিবাদে সোমবার ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে সাঁকরাইল এ.বি.এস মহাবিদ্যালয় এর কলেজ গেটে বিক্ষোভ কর্মসূচি করা হয়। ওই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, সাঁকরাইল ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি সুমিত দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। দেশের সংসদে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যেভাবে ভারতের সংবিধান রচয়িতা ডক্টর বি আর আম্বেদকর সম্পর্কে অসম্মানজনক বক্তব্য রেখেছেন তা অত্যন্ত নিন্দনীয়, তাই ওই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এবং অমিত শাহের পদত্যাগ দাবি করে সোমবার সাঁকরাইল কলেজ প্রাঙ্গনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। ওই একই দাবিতে সাঁকরাইল কলেজের পাশাপাশি সোমবার ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর

এরপর ৩ পাতায়

"মন্ত্রী'র চালে কুপোকাত তৃণমূল ২৯ - ১৩ লজ্জাজনক হার"...

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

গত ২২ শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বালটিকুড়ি কো-অপারেটিভ ব্যাংকের পরিচালন সমিতির নির্বাচন আর সেই নির্বাচনে দেখা গেল অন্যরকম ছবি। রাজনীতিতে নবাগত বিধায়ক ও রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারির রাজনৈতিক চালে কুপোকাত জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। ২৯ - ১৩ আসনে দুঃজনক হার হয় জেলা তৃণমূল সমর্থক প্রার্থীদের। এই নিয়ে দু-তরফই মুখে কুলুপএটেছে । হাওড়া সদরের দুই মন্ত্রীর কোন প্রতিক্রিয়া মেলেনি এই বিষয়। তবে বিধায়ক ঘনিষ্টদের থেকে পাওয়া প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী এই ভোট হয়েছে রাজ্যে ঘটে চলা সমবায় ভোটগুলি থেকে অন্য আঙ্গিকে এখানে মূলত লড়াই হয়েছে বিধায়ক মনোনীত কংগ্রেস-বিজেপি-সিপিএম জোটের সাথে হাওড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীদের। বিধায়কের জোট চালেই প্রতিপক্ষ হয় কুপোকাত তারি ফল স্বরূপ ২৯ আসন আসে জোটের দখলে আর বাকি ১৩তেই ক্ষান্ত থাকতে হয় পুরাতন বোর্ড-র সদস্য দের। এই ভোটের সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এমন দুজন মানুষকে সামনে রেখে জোট তৈরি করা হয়েছে সেই দুজন মানুষ জীবিত অবস্থায় ছিল একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী আর মারা যাওয়ার পরে তাদের ছবি লাগিয়ে পুনরায় কো-অপারেটিভ পরিচালনার স্বপ্ন সত্যি হলো স্বর্গীয় কংগ্রেস নেতা ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও মলয় ঘোষ চৌধুরীর অনুগামীদের। তবে যে বোর্ড কো-অপারেটিভ পরিচালনা কোরছিলো তা গত বারে নির্ধারণ করেছিল বিধায়ক জোটু লাহিড়ী,তৎকালীন মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জী ও অরূপ রায়ের যৌথ সমন্বয় যার জন্য সেইবারে কোনো ভোট হয়নি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তৃণমূল কংগ্রেস কোঅপারেটিভ বোর্ড গঠন করে। পরবর্তীকালে রাজিব ব্যানার্জীর দলবদল করা এবং জুটু লাহিড়ী মারা যাওয়ায় সেই বোর্ডের সম্পূর্ণ রাস ছিলো মন্ত্রী অরূপ রায় এর হাতে । কিন্তু বর্তমান বিধায়ক মনোজ তিওয়ারি কোনরকম সমঝোতায় না যাওয়ায় এই বছর সেই সিলেকশন গড়ায় ইলেকশানে, তাতেই হাতছাড়া হয় তৃণমূলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা । জোটের জয়ী প্রার্থী কংগ্রেস নেতা গঙ্গাধর মুখার্জি বলেন এই জয় দাসনগর অঞ্চল জাতীয় কংগ্রেসকে উৎজীবিত করবে। বিজেপির ৬ জন জোট প্রার্থী জয়লাভ করলেও জেলা বিজেপির তরফ থেকে কোনরকম প্রতিক্রিয়া মেলেনি । সিপিএম এর লোকাল কমিটি থেকে জানানো হয় সমবায়ের বিষয় পাড়ায় পাড়ায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই ভোট হয়েছে এর সঙ্গে রাজ্য রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই।তবে সার্বিক দিক বিবেচনা করে এখানেও স্পষ্ট নব্য তৃণমূল ও পুরানো তৃণমূলের অন্তর দ্বন্দ্ব।তার ফলেই হাতছাড়া একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা। খুব শীঘ্রই

জোট পরিচালিত বালিটিকুরি কো-অপারেটিভ পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য কর্ম সমিতি নাম ঘোষণা করা হবে ।

মমতার উদ্যোগকে স্বীকৃতি! সাধারণতন্ত্র দিবসে রাজধানীতে জায়গা পেল বাংলার ট্যাবলোও

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

২০১১ সালে তখতে বসার পরই বাংলার ঐতিহ্যপূর্ণ লোকশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে তৎপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকশিল্পীদের স্বীকৃতি এবং অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা দিতে চালু করেছেন বাংলার লোকশিল্প প্রকল্প। বর্তমানে ওই প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি সুবিধা পেয়ে থাকেন রাজ্যের ১ লক্ষ ৮১ হাজার লোকশিল্পী।

আগামী বছরের সাধারণতন্ত্র দিবসের প্যারেডে রাজধানীতে যে ট্যাবলোগুলি থাকবে তাতে ওবাংলার লোকপ্রসারকে স্বীকৃতি জানাতে বিশেষ ট্যাবলো রাখার অনুমতি দিয়েছে কেন্দ্র। যে ট্যাবলোর মাধ্যমে জঙ্গলমহল এবং টেরাকোটা মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত ছৌ ও বাউলের পারফরম্যান্স তুলে ধরা হবে।

সূত্রের খবর, এ ব্যাপারে মোদী সরকারের চিঠি এসে পৌঁছেছে নবান্নে। বাংলার সংশ্লিষ্ট মডেলের ট্যাবলো তৈরির জন্য ২৫ ডিসেম্বরের মধ্যে দিল্লিতে কারিগর পাঠ্যানোর কথাও বলা হয়েছে। প্রতিবছরের মতো এবারও সাধারণতন্ত্র দিবসের ১ মাস আগে থেকে রাষ্ট্রীয় রঙ্গশালায় তৈরি হবে ট্যাবলো নির্মাণের কাজ।

জানা যাচ্ছে, এবারে ৭৫ তম সাধারণতন্ত্র দিবসের থিম, 'স্বর্ণিম ভারত, বিরাসত সে বিকাশ' অর্থাৎ স্বর্ণময় ভারতের ঐতিহ্য এবং উন্নয়ন। এই থিমের সঙ্গে সাযুজ্যে রাখতে কী কী মডেল করা যেতে পারে তা নিয়ে ইতিমধ্যে কেন্দ্র ৬টি বৈঠকও করেছে। সেখানেই বাংলার লোকপ্রসারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মডেলকে স্বীকৃতি দিয়েছে মোদী সরকার। ফলে অন্যান্য রাজ্যের পাশাপাশি এবার রাজধানী দিল্লিতে সাধারণতন্ত্র দিবসের প্যারেডে দেখা যাবে বাংলার ট্যাবলোও।

হুগলির সাংসদ রচনা ব্যানার্জীর সঙ্গে জেলাশাসকের জরুরি বৈঠক

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, চুঁচুড়া, হুগলি

হুগলি কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ রচনা ব্যানার্জি আজ হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্যের সাথে এলাকার উন্নয়ন নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। এই বৈঠক শেষে সাংসদ রচনা ব্যানার্জি বলেন ব্যান্ডেল থেকে হাওড়া অবধি মেট্রো সম্প্রসারণ এর বিষয়ে আমরা কেন্দ্রের সাথে চিঠিপত্রে যোগাযোগ করেছি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এ ব্যাপারে আমাদের আশ্বাসমূলক চিঠির উত্তর দিয়েছেন তবে যেহেতু এটি কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয় তাই আমরা পাশাপাশি সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি এবং প্রসুন ব্যানার্জিকে সাথে নিয়ে আমাদের আওয়াজ তুলতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকার যদি দয়া দেখায় তাহলে ব্যান্ডেল থেকে হাওড়া মেট্রো লাইন তৈরিতে কোন অসুবিধা হবে না। এছাড়াও তিনি জানান ব্যান্ডেলে আজমীর শরীফ যাওয়ার ট্রেনকে স্টপেজ দেয়ার জন্য কেন্দ্রকে জানানো হয়েছে এটি হলেও এলাকার বহু মানুষ উপকৃত হবেন। তিনি সাথে সাথে বলাগড়ে নদী ভাঙ্গন রুখতে কি ব্যবস্থা নেয়া যায় তার জন্য জেলা শাসকের সঙ্গে আলোচনা করেন। সাংসদ রচনা ব্যানার্জি জানান আমার সাংসদ এলাকার সাতটি বিধানসভায় উন্নয়ন নিয়ে জেলাশাসকের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে তিনি বলেন সাংসদ তহবিলের অর্থে ইতিমধ্যেই মানকুন্ডু এবং ধনিয়াখালি হাসপাতালের উন্নয়নের কাজ শুরু হয়ে গেছে, এই সংসদ তহবিলের ৯০ শতাংশ অর্থ এলাকার বিভিন্ন

এরপর ৩ পাতায়

আগরতলা রেল স্টেশনে ধরা পড়া তিন বাংলাদেশি নাগরিক কেন কলকাতা আসছিল?

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন

রবিবার আগরতলা রেল স্টেশন থেকে সন্দেহভাজন তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। যে তিন জন ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে একজনের বয়স ১৯ বছর। ১৯ বছরের ছোটন দাস, ২০ বছর বয়সী বিষ্ণু চন্দ্র দাস ধরা পড়েছে। তারা বাংলাদেশের নোয়াখালির বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও ৩০ বছর বয়সী মহম্মদ মালেকও ধরা পড়েছে আগরতলা রেলস্টেশন থেকে। মালেক হাবিবগঞ্জের বাসিন্দা বলে খবর। জানা যাচ্ছে, ট্রেনে তারা আগরতলায় পৌঁছয়। সেখান থেকে তারা অন্য রাজ্যে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। প্রাথমিক তদন্ত বলছে, তারা কলকাতায় পৌঁছনোর প্ল্যানে ছিল। কিন্তু কেন? এদের সঙ্গে বড়ো কোনো জঙ্গি গোষ্ঠীর যোগ আছে বলেই সন্দেহ করা হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে ওই ৩ বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আগরতলায় রেলপুলিশের ইনচার্জের তরফে একথা জানানো হয়েছে। কয়েকদিন আগে একইভাবে ৬ জনকে গ্রেফতার করেছিল আগরতলা রেল পুলিশ। কলকাতাকে কেন্দ্র করে বড় কোনো নাশকতার ছক ছিল বলেই সন্দেহ পুলিশের। আজ তাদের আদালতে তোলা হবে।

ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে আমেরিকা ও পাকিস্তানের দুই মত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

প্রথমে প্রসঙ্গটা এসেছিল বাংলাদেশকে নিয়ে। বাংলাদেশের এক পাকিস্তানপন্থী মৌলবাদী নেতা ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্র বাংলাদেশ প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে। পরেই পাকিস্তানের অস্ত্র ভান্ডার প্রসঙ্গ সামনে আনে আমেরিকা। ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির বিষয়ে হোয়াইট হাউসের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে পাকিস্তান। ওই কর্মকর্তা বলেছিলেন, পাকিস্তান

এরপর ৩ পাতায়

পার্লামেন্টে আপত্তিকর মন্তব্যের জেরে বিজেপি নেতা শুভেন্দুকে জুতোপেটা

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন

পার্লামেন্টের ইতিহাসে এত ন্যাক্কারজনক নোংরা এবং কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য এর আগে কোনো সংসদ সদস্য দিয়েছেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ নাই। শুভেন্দু অধিকারী এমন মন্তব্য পুরো ভারত জুড়ে সমালোচনা সৃষ্টি হয়। কাণ্ডজ্ঞানহীন মন্তব্যের সময় ভারতের বিরোধী দলীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন। যার মধ্যে রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ও সরকারদলীয় নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন।

বিজিবির কিছু উগ্রপন্থী নেতাকে এ সময় বক্তব্যের স্বপক্ষে টেবিল চাপড়ে সমর্থন দিতে দেখা যায়। তবে স্পিকার এই বক্তব্যের চরম বিরোধিতা করেছেন এবং শুভেন্দুকে তিরস্কার করেছেন। শুভেন্দু অধিকারী বেশ কিছুদিন ধরেই ভারতে বাংলাদেশের বিপক্ষে চরম আপত্তিজনক বক্তব্য দিয়ে দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে ওই সময় সংসদে উপস্থিত মমতা ব্যানার্জিকে সম্পূর্ণ নিশ্চুপভাবে বসে থাকতে দেখা যায়। শুভেন্দু অধিকারী ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি হলেও উদ্ভট দাঙ্গা বাঁধানো মন্তব্যের জন্য তিনি চরমভাবে খোঁজ তার রাজ্যেই ঘৃণিত। বিজেপি অফিসিয়ালি কখনোই তার বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নেয়নি। বরং তার মন্তব্যকে উস্কে দিচ্ছে বিজেপি দল নিজেই।

প্রায় সময়ই নানা ইস্যুতে মন্তব্য করে আলোচনা ও সমালোচনার জন্ম দেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। এবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করায় জনরোষে পড়েছেন এই বিজেপি নেতা। জনরোষের মুখে শিকার হয়েছেন মারধরেরও।

জানা গেছে, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের নন্দিগ্রামে এক পথসভায় গিয়েছিলেন তিনি। ভারতীয় পার্লামেন্টে তৃণমূল নেত্রী মমতাকে নিয়ে কুরুচিকর ও অপমানজনক মন্তব্যের জেরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন দলের নেতাকর্মীরা। পথসভায় শুভেন্দু অধিকারী এলে তার ওপর চড়াও হোন মাঠের কর্মীরা। জানা গেছে, জুতা দিয়েও মারা হয় শুভেন্দুকে।

এর আগে ভারতীয় পার্লামেন্টে মমতাকে উদ্দেশ্য করে শুভেন্দু বলেন, শরীর থাকলে জ্বর যেমন হয়, তেমনি একটু-আধটু ধর্ষণও হয়। এ নিয়ে বাড়াবাড়ির কি হলো। এমনকী এই বিজেপি নেতা ড. ইউনূসকেও বাজে মন্তব্য করেছেন। এর সঙ্গে মমতাকে

এরপর ৩ পাতায়

অধীর চৌধুরী এইবার কি বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন

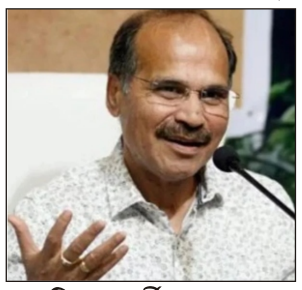

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

অধীর চৌধুরী দেখবেন আজকাল আমার মতো করে কথা বলছেন।বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতি আর তাতে বাংলায় জঙ্গি সন্দেহে একের পর এক গ্রেফতারি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বললেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তাঁর মতে, অধীর চৌধুরী এতদিনে বাংলায় জঙ্গি আশ্রয় নিয়ে সরব হয়েছেন। কিন্তু এতদিনে কেন? অধীর চৌধুরী এতদিন কেন চুপ ছিলেন?তবে কি তিনি বিজেপিতে যাচ্ছেন? সাংসদ পদ হারানোর পর থেকে অধীর চৌধুরীর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে একটা জলঘোলা তৈরি হয়েছিল। এবার সে প্রসঙ্গে মুখ খুললেন দিলীপ।সংবাদ মাধ্যমে সাক্ষাৎকারে দিলীপ বলেন, আজ অধীর চৌধুরী দেখবেন আমার মতো করে কথা বলছেন, কারণ উনি জানেন হেরে গিয়েছেন, আর হারানোর কিছু নেই।তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, অধীর চৌধুরী কি তবে বিজেপিতে যাচ্ছেন? দিলীপ বলেন,আমি জানি না অধীর কোথায় যাবে আর পার্টি নেবে কিনা। হেরে গেলে আমাদের পার্টিতে আসতে হবে, এরকমভাবার কোনও কারণ নেই।

ক্যানিং-এ ধৃত 'IED এক্সপার্ট' জঙ্গি জাভেদের নাম মৌলবী খুনেও জড়িয়েছিল!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ক্যানিং থেকে জঙ্গি সন্দেহে ধরা পড়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের তানপুরার বাসিন্দা জাভেদ মুন্সি। তথ্য বলছে, পাকিস্তান থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়েছে জাভেদ। 'আইইডি এক্সপার্ট' জাভেদের নানান কীর্তির কথা ক্রমেই প্রকাশ পাচ্ছে। ক্যানিং হাসপাতালের কাছে গুলশান নামে এক বাড়ি থেকে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ ও জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ গ্রেফতার করে জাভেদকে।এদিকে, গুলশান হাউসের যে বাড়িতে গা ঢাকা দিয়েছিল জাভেদ, সেই বাড়িতে তাব্বাসুম বিবি ও তাঁর স্বামী গোলাম মহম্মদ থাকেন। তাব্বাসুম বিবি বলছেন, জাভেদ তাঁর ননদের স্বামী। তাঁর ননদের সঙ্গে জাভেদের ২৫ বছর আগে বিয়ে হয়। জাভেদ তাঁদের বাড়ি আসতে চেয়েছিলেন, তাঁরা আসতে দিয়েছেন। তব্বাসুম বলছেন,'এর বেশি কিছু জানি না।'কাশ্মীরের শাল বিক্রেতার বেশ ধরে ঘটনার দুই দিন আগে গুলশান হাউসে আশ্রয় নেয় জাভেদ। তারপরই এই ধরপাকড়। জানা যাচ্ছে, জঙ্গি পরিচিতি ছাড়াও কাশ্মীরে এক মৌলবীকে হত্যার অভিযোগও রয়েছে জাভেদের বিরুদ্ধে।

একটি নয়। জাভেদের সঙ্গে নাম জুড়েছে ২ টি জঙ্গি সংগঠনের। পুলিশ বলছে, লস্কর ই তৈবার নির্দেশ মতো কাজ করত জাভেদ। এছাড়াও তেহরিক-উল মুজিহিদ্দিনের সঙ্গেও জড়িত জাভেদ। ইএপিএর আওতায় তাকে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ট্রানজিট রিমান্ডে। ট্রানজিট রিমান্ড ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রয়েছে। জানা যাচ্ছে, তেহরিক উল মুজিহাদ্দিনের সদস্য জাভেদ, আইইডি এক্সপার্ট তথা হাতিয়ারের হ্যান্ডেলার হিসাবে কাজ করত। আইইডির বিষয়ে সে সিদ্ধহস্ত বলে জানা যাচ্ছে। পুলিশ বলছে, মুন্সির বিরুদ্ধে, জঙ্গি কার্যকলাপ ছাড়াও ২০১১ সালে এক মৌলবীকে খুনের অভিযোগও রয়েছে। জানা যাচ্ছে, ২০১১ সালে এক বাইসাইকেলে আইইডি বসিয়ে খুন করা হয় মৌলবী শওকত আহমেদ শাহকে। তিনি আহল-ই-হদিতের নেতাও ছিলেন। এই খুনের মামলায় ৮ জন অভিযুক্ত ছিল। বিচার চলা কালে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে জামিনে মুক্তি পায় তেহরিক উল মুজিহিদ্দিনের আবদুল গাজিল। জামিনে মুক্তি প্রাপ্ত গাজিলকেও সেই মসজিদের সামনে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, যেখানে ওই মৌলবীকে খুন করা হয়েছিল। এদিকে, মৌলবী হত্যা মামলায় ৬ জনের বিচার চলছিল এনআইএর বিশেষ কোর্টে। ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয় প্রমাণের অভাবে। এদিকে, ঘটনায় মুন্সি ছিল পলাতক, ট্র্যাক করে এজেন্সি। এদিকে, প্রাথমিক জেরায় মুন্সি জানিয়েছে, হ্যান্ডেলারদের নির্দেশে তার পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপালে যাতায়াত ছিল। ভুয়ো পাকিস্তানি পাসপোর্ট ব্যবহার করে সে এভাবে যাতায়াত করত। পুলিশের তথ্য বলছে, জাভেদ আগেও জঙ্গি কার্যকলাপের জেরে হাজতবাস করেছে।

প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্যাম বেনেগাল মারা গেছেন

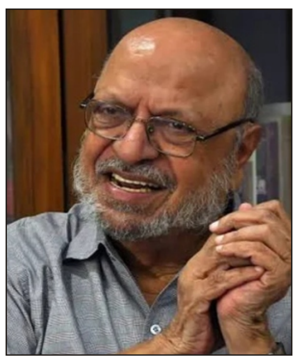

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভারতীয় কিংবদন্তি চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্যাম বেনেগাল মারা গেছেন। সোমবার ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটের দিকে মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে তিনি মারা যান। তার বয়স হয়েছিল ৯০।

পরিচালকের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন তাঁর মেয়ে পিয়া বেনেগাল। মুম্বাইয়ের ওখার্ড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি।

ভারতীয় সিনেমা জগতে ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান দাদাসাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন শ্যাম বেনেগাল। এছাড়াও পেয়েছেন ১৮টি ন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড। শ্যাম বেনেগালকে ভারত সরকার ১৯৭৬ সালে পদ্মশ্রী এবং ১৯৯১ সালে পদ্মভূষণ দিয়ে সম্মানিত করেছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য সিনেমার মধ্যে আছে 'মন্থন', 'অঙ্কুর', 'ভূমিকা', 'জুনুন', 'মান্ডি', 'নিশান্ত' ইত্যাদি।

কিংবদন্তি এই পরিচালক গত বছর ২০২৩ সালে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে 'মুজিব: দ্য মেকিং অফ নেশন' নামক একটি সিনেমা পরিচালনা করেছিলেন। যেখানে ভারত এবং বাংলাদেশের একাধিক অভিনেতারা অভিনয় করেছিলেন। ২০২৩-এ মুক্তি পাওয়া এই ছবিই তাঁর শেষ ছবি।

'ওঁর থেকে বড় বড় লোক এসেছে দলে'! শুভেন্দুকে নিয়ে এ কী বললেন দিলীপ ঘোষ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ফের স্বমেজাজে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ।

'দলের মেদ বেড়ে গিয়েছে', 'আমার সময় দলে কোনও গোষ্ঠী ছিল না', 'যে রেজাল্ট দেবে, তাকেই নেতা করা উচিত'-সহ বাছা বাছা মন্তবয় শোনা গেল প্রবীণ এই বিজেপি নেতার মুখে। এমনকী এই মুহূর্তে বঙ্গ বিজেপির অন্যতম বড় নেতা, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সম্পর্কেও দিলীপের বয়ান, "ওঁর থেকে বড় বড় লোক এসেছে দলে!" এরপর ৪ পাতায়

২ পাতার পর

ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে আমেরিকা ও পাকিস্তানের দুই মত

দূরপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সক্ষমতা তৈরি করছে। যা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি 'উদীয়মান হুমকি' হয়ে উঠছে। মার্কিন কর্মকর্তার বক্তব্যকে ভিত্তিহীন এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিপরীতে বলে অভিহিত করেছে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।বিবৃতিতে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মুমতাজ জাহরা বালোচ বলেছেন, এই অভিযোগগুলো ভিত্তিহীন।

বিবৃতি দিয়ে পাক মুখপাত্র বলেন, পাকিস্তানের ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা এবং সরবরাহের উপায় সম্পর্কে কথিত হুমকির ধারণা, মার্কিন কর্মকর্তার দ্বারা উত্থাপিত দুর্ভাগ্যজনক। পাকিস্তানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিতে অভিযুক্ত ভূমিকার জন্য আখতার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, অ্যাফিলিয়েটস ইন্টারন্যাশনাল এবং রকসাইড এন্টারপ্রাইজ সহ ইসলামাবাদ-ভিত্তিক ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কমপ্লেক্স এবং করাচির বেসরকারি সংস্থাগুলির উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আরোপের করে। পরে বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও ডেপুটি ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার জন ফিনার বলেন, পাকিস্তান একটি দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করছে যা দক্ষিণ এশিয়ার বাইরে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে, এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে।ফিনারের বক্তব্যের জবাবে মুখপাত্র মুমতাজ জাহরা দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, পাকিস্তানকে প্রতিপক্ষ দেশগুলোর সঙ্গে অন্যায়ভাবে এক পাল্লায় ফেলা হচ্ছে।

২ পাতার পর

হুগলির সাংসদ রচনা ব্যানার্জীর সঙ্গে জেলাশাসকের জরুরি বৈঠক

উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ভাগ করে দেয়া হয়েছে, শীঘ্রই সেই কাজগুলো শুরু হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন গ্রামে থেকে অনেক মেধা যুক্ত চিকিৎসক তৈরি হয়েছেন, তারা শহরকেন্দ্রিক চিকিৎসা পরিষেবা দিতে ব্যস্ত থাকেন। তাই আমার অনুরোধ গ্রামের হাসপাতাল গুলিতে তারা যদি চিকিৎসার সুযোগের হাত বাড়িয়ে দেন তাহলে গ্রামের অনেক মানুষ উপকৃত হবেন। তিনি বলেন আমরা অনেক হাসপাতাল করেছি কিন্তু চিকিৎসকের তেমন সুযোগ না থাকায় হাসপাতাল গুলিতে রোগীদের চিকিৎসা করাতে অনিহা দেখা যাচ্ছে। তাই এ ব্যাপারে চিকিৎসকদের ভেবে দেখার আহ্বান জানান তিনি।

২ পাতার পর

জঙ্গলমহলে প্রতিবাদের ঝড় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের

সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গনে গোপীবল্লভপুর এক ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও গোপীবল্লভপুর সুবর্ণরেখ মহাবিদ্যালয় এর তৃনমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিটের পক্ষ থেকে দেশের সংবিধান রচয়িতা বাবা সাহেব আম্বেদকর সম্পর্কে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যে অসম্মানজনক কথা বলেছেন তার নিন্দা করে এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কে ধিক্কার জানিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। ওই কর্মসূচি তে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য স্নেহাশীষ দাস, শ্যামসুন্দর পাটিয়াল সহ অন্যান্য নেতৃতরা।

২ পাতার পর

পার্লামেন্টে আপত্তিকর মন্তব্যের জেরে বিজেপি নেতা শুভেন্দুকে জুতোপেটা

তুলনা করে বলেন, মমতাও একজন বাজে মহিলা। বাংলাদেশের রাজাকার ও হেফাজত নেতা ভারতকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করতে চায়, মমতা হলো তাদের সঙ্গী।

তার এমন মন্তব্যের কারণে পার্লামেন্ট জুড়ে হট্টগোল শুরু হয়। বিক্ষোভে ফেটে পড়েন সংসদ সদস্যরা। খোদ স্পিকারই শুভেন্দুকে থামিয়ে দেন বক্তব্যের মাঝপথে। এরপরে নন্দিগ্রামে পথসভায় এসে মারধরের শিকান হন তিনি। জানা গেছে, মারধর থেকে রক্ষা পেতে একপর্যায়ে নন্দিগ্রাম থানায় আশ্রয় নেন তিনি। শেষমেষ পুলিশের নিরাপত্তায় জনরোষ থেকে রক্ষা পান শুভেন্দু।

তার এমন মন্তব্যের নেটদুনিয়া থেকে শুরু করে সব জায়গায় শুরু হয় এখন সমালোচনা। অনেকেই তাকে পাগল, বেয়াদব, হিংস্রুক, নরপিশাচ ও নরকিট বলে গালি দিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেন। লিখেন, তার মতো বদ্য পাগল মনে হয় কোনো রাজনীতিবীদ হতে পারে না। এই পাগলের রাজনীতি ছেড়ে দেওয়া উচিত। বিজেপি নামেই পাগলের দল। তাদের দ্বারা জনগণের কোনো উন্নয়ন হতে পারে না। বরং তারা বর্হিবিশ্বে শত্রুতা সৃষ্টি করে।

মো. আল আমিন হোসাইন নামে একজন ফেসবুকে লিখেছেন, এই পাগল ও ময়ূর রঞ্জনের কারণে বাংলাদেশ ভারতের সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে। আবার অনেকে তাকে ভারত আওয়ামী লীগ নেতা বলে স্ট্যাটাস দেন।

বাংলাদেশ নিয়ে নানারকম কটুক্তিমূলক বক্তব্য করতে দেখা গেছে এই বিজেপি নেতাকে। তার বক্তব্যের কারণে বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্ক আরও খারাপ হয়েছে বলে মন্তব্য করেন অনেকে। বাংলাদেশের 'বৈধ' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই, এমনটাই দাবি করেছেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। এছাড়াও ভারত বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৪ বর্ষ ৩৪৬ সংখ্যা ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ মঙ্গলবার ০৮ পৌষ, ১৪৩১

বড়দিনের রাতে বাড়ি ফিরবেন কী করে? বড় উদ্যোগ কলকাতা মেট্রোর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বড়দিনকে কেন্দ্র করে গত ক'দিন ধরেই জমজমাট পার্কস্ট্রিট। বুধবার, ২৫ ডিসেম্বর রাতে ভিড় যে আরও বাড়বে তা বলাইবাহুল্য।

ফলে রাস্তায় ভাড়া গাড়ির চাহিদাও থাকে তুঙ্গে। সকলের পক্ষে গাড়ি ভাড়া করে রাতে বাড়ি ফেরার মতো আর্থিক অবস্থাও থাকে না। তাঁদের কথা ভেবে বড়দিনের রাতে বাড়তি ট্রেন চালানোর উদ্যোগ নিল কলকাতা মেট্রো। মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, বড়দিনের উৎসবে অংশ নেওয়া মানুষজনের সুবিধার্থেই এই উদ্যোগ। সোমবার এ ব্যাপারে এক বিজ্ঞপ্তিতে মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, বড়দিন অর্থাৎ আগামী বুধবার রাত ১১টায় শেষ মেট্রো ছাড়বে কবি সুভাষ স্টেশন থেকে। এটি দমদম পর্যন্ত যাবে। দক্ষিণেশ্বর থেকে শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ১০টা ৫৩ মিনিটে। অন্যদিকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার শেষ মেট্রো রাত ১০টা ৪৯ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে ছাড়বে।

ফলে পার্ক স্ট্রিট বা ধর্মতলা থেকে যাঁরা মেট্রো ধরবেন, তাঁরা রাত সাড়ে ১১টার পরও এই মেট্রোয় উঠতে পারবেন। একইভাবে বড়দিনে উৎসব মুখর মানুষের কথা ভেবে দুপুর তিনটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ৭ মিনিট অন্তর মেট্রো চালানোর কথাও জানানো হয়েছে। বাকি সময় নির্ধারিত সূচি মেনে মেট্রো চলবে।

তবে সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহ রুটে অন্যদিনের তুলনায় কম মেট্রো চলবে। প্রথম ও শেষের মেট্রোর সময় সূচিতেও কোনও পরিবর্তন আনা হচ্ছে না। মেট্রো সূত্রে খবর, বড়দিনের দিন সংশ্লিষ্ট রুটে অন্যদিনের তুলনায় ১৬টি কম মেট্রো চলবে। সাধারণ দিনে এই রুটে চলে ১০৬টি মেট্রো।

সম্পাদকীয়

কালীঘাট, আমতলার জমি-বাড়িতে নজর ইডির

কালীঘাট রোড এলাকায় সাতটি ফ্ল্যাট এবং ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের আমতলা মৌজায় একটি পাঁচতলা বাড়ি ও জমির খুঁটিনাটি আপাতত প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে ইডির তদন্ত সূত্রে উঠে এসেছে। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতির টাকা এ রাজ্যের শাসকদলের প্রভাবশালীদের একাংশের নামের সঙ্গে যুক্ত লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার মাধ্যমে সরানো হয় বলেই ইডির তদন্ত সূত্রের দাবি।ইডি সূত্রের দাবি, নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়-সহ ২৯ জন এবং লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস-সহ ২৫টি সংস্থাকে অভিযুক্ত দায়ের করে সম্প্রতি পঞ্চম সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৫৩১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস-এর এক আইনজীবী বলেন, 'ওই মামলার চার্জ গঠন ও বিচার প্রক্রিয়া শুরুর পথে। ইডির তরফে নানা নথি কোর্টে পেশ হয়েছে। সব কিছু বিচারাধীন। কোনও মন্তব্য করা সম্ভব নয়।'কালীঘাটে এবং আমতলায় এই সব জমি-বাড়ি ওই লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের মালিকানাধীন বলেই আদালতে নথি পেশ করে দাবি করেছেন ইডির তদন্তকারীরা। ওই সব সম্পত্তির এখনকার বাজার মূল্য প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা, দাবি ইডির। ইডি আদালতে লিখিত ভাবে জানায়, এ সবই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, মাসখানেক আগে বিচার ভবনে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে ইডি পঞ্চম সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করেছে। সঙ্গে কয়েক হাজার পাতার নথিও জমা দিয়েছে তারা। ওই নথির ২৯, ৩০ এবং ৩১ নম্বর পাতায় ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কালীঘাট রোড এলাকায় সাতটি ফ্ল্যাট এবং ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের আমতলা মৌজায় একটি পাঁচ তলা বাড়ি ও জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে ঠিকানাসুদ্ধ আদালতে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা।

তবে ইডির এক কর্তার কথায়, 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের হাত ধরে বেআইনি ভাবে অর্থ বিনিয়োগের আরও সম্পত্তির হদিস মিলেছে। তা বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া চালু রয়েছে বলেও আদালতের নথিতে লিখিত ভাবে জানানো হয়েছে।'

ইডির তদন্তকারীরা জানান, গত জুলাইয়ে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস-এর প্রাইভেট লিমিটেডের নিউ আলিপুরের অফিস-সহ বেশ কয়েকটি সংস্থায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছিল। তখন নানা সম্পত্তির দলিল-সহ নথি উদ্ধার হয়। লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অ্যাকাউন্টে জাল নথি ও হাওলার মাধ্যমে নগদ এবং বিভিন্ন 'ভূতুড়ে' সংস্থার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে টাকা জমা পড়ার তথ্যও তখন উদ্ধার হয়, দাবি ইডির। লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থা ওই সব টাকা পর পর সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করে বলেও প্রাথমিক সূত্রে উঠে এসেছে, জানিয়েছে ইডি। সূত্রের দাবি, দিল্লিতে ইডির অ্যাডজুডিকেটিং অথরিটি লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস-এর আর্থিক লেনদেনের সব নথি যাচাই করলে বেআইনি লেনদেন বা কালো টাকা সাদা করার বিষয়টি জানা যায়।ইডি সূত্রে দাবি, ওই সংস্থার অন্যতম প্রাক্তন ডিরেক্টর তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অমিত ও লতা তাঁর বাবা-মা। ২০১৪ সালে ওই সংস্থার ডিরেক্টর পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন অভিষেক। পরে তাঁর স্ত্রী রুজিরাও পদত্যাগ করেন। আর এক প্রাক্তন ডিরেক্টর সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রও (বর্তমানে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জেল হেফাজতে রয়েছেন) ওই সময়ের পরেই পদত্যাগ করেন।ইডির এক কর্তার কথায়, 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস-এর ব্যবসার কোনও মাথামুন্ডু নেই। ওই সংস্থার সঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িত কয়েকটি সংস্থার যোগসাজশের হদিস পাওয়া গিয়েছে। পরামর্শ ও পরিষেবামূলক সেবা দেওয়া হয় বলে ওই সব সংস্থার সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু কী পরিষেবা বা কিসের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, তার উল্লেখ নেই। শুধু ওই সংস্থাগুলি মারফত লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস-এর সঙ্গে আর্থিক লেনদেন হয়েছে বা নগদ টাকা জমা পড়েছে বলে তথ্যপ্রমাণ হাতে এসেছে। ইডির চতুর্থ ও পঞ্চম সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে এ সব লেনদেনের সবিস্তার তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।' ওই কর্তা জানান, শুধুমাত্র কাগজে-কলমে নামকাওয়াস্তে রসিদ, ভাউচার এবং নানা ভুয়ো 'ট্রেডিং স্লিপ' জমা দিয়ে কোটি কোটি টাকার লেনদেন করা হয়েছে বলে তথ্যপ্রমাণ এবং সাক্ষ্য মিলেছে। ইডির সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে দাবি, প্রাথমিক ভাবে চারটি সংস্থা থেকে বেআইনি লেনদেনে ২ কোটি ৮৩ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস প্রাইভেট লিমিটেডে জমা পড়েছে বলে নির্দিষ্ট তথ্য ও সাক্ষ্যপ্রমাণ মিলেছে।ইডির এক কর্তার কথায়, 'রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা পর্দার আড়ালে থেকে পরিজন এবং ঘনিষ্ঠদের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন করে থাকেন। বেআইনি আর্থিক লেনদেনের সব নথি মুছে ফেলা যায় না। ধীরে ধীরে তদন্ত প্রক্রিয়ায় তা স্পষ্ট হয়। লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস-এর ক্ষেত্রে এই দৃষ্টান্ত উঠে আসছে বলে ভাবার কারণ আছে।'

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এতানি পুণ্যনামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
মহাশ্রিয়মবাপ্নোতি ধনধান্যমকল্মষম ।।

বঙ্গানুবাদ- শ্রী, কমলা বিদ্যা, মাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া, সতী, পদ্মালয়া, পদ্মহস্তা, পদ্মাক্ষী , পদ্মসুন্দরী, ভূতগণের ঈশ্বরী, নিত্যা, সত্যাগতা, শুভা, বিষ্ণুপত্নী, ক্ষীরোদতনয়া, ক্ষমাস্বরূপা, অনন্তলোকলাভা, ভূলীলা, সুখপ্রদা, রুক্মিনী, সীতা, বেদবতী- দেবী লক্ষ্মীর এসকল নাম। প্রাতে উত্থান কালে যিনি দেবীর এই পুন্য নামাবলী পাঠ করেন, **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(একত্রিশতম পর্ব)

পরিচালিত হয়েছে, দীর্ঘ সহস্র সহস্র বছরের আদিমাতৃগণের স্মৃতি আমাদের সাংস্কৃতিক অবচেতনে বহন করে এনেছে এই ভক্তিময়ী কালীর সামাজিক ও সমষ্টিগত উপাসনা, যা গুহ্য বিকৃতিকে প্রশমিত করেছে।

প্রসঙ্গত আমার মনে হয়েছে, চন্দ্রকেতুগড়ের নারী যোদ্ধাদের টেরাকোটা চিত্র এই মাতৃগণের সহজ বর্ণনা। তাঁরা নিঃসন্দেহে ভয়াভয় বৈশিষ্ট্য বহন করেন। তাঁরা স্বপক্ষীয়দের আনন্দ ও বিপক্ষীয়দের আশঙ্কার সংমিশ্রণ। চন্দ্রকেতুগড় মাতৃকাধর্মকে মুছে দেওয়া হয়েছিল, গুপ্তযুগের পূর্বেই তা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন, এজন্য পালযুগে ভীষণদর্শনা যোদ্ধামাতৃকারা আবির্ভূত হলেন। যতবার আমরা মাতৃকা-উপাসকরা আক্রান্ত, ততবার আদিমাতৃকারা ভয়াভয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করবেন।

চন্দ্রকেতুগড়, খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক। ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা বারবারা মিউজিয়াম অভ আর্ট-এ আছে। **ক্রমশঃ**

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

পাকিস্তানের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী, বিতর্কিত মন্তব্য করলেন ভারতীয় সংগীতশিল্পী

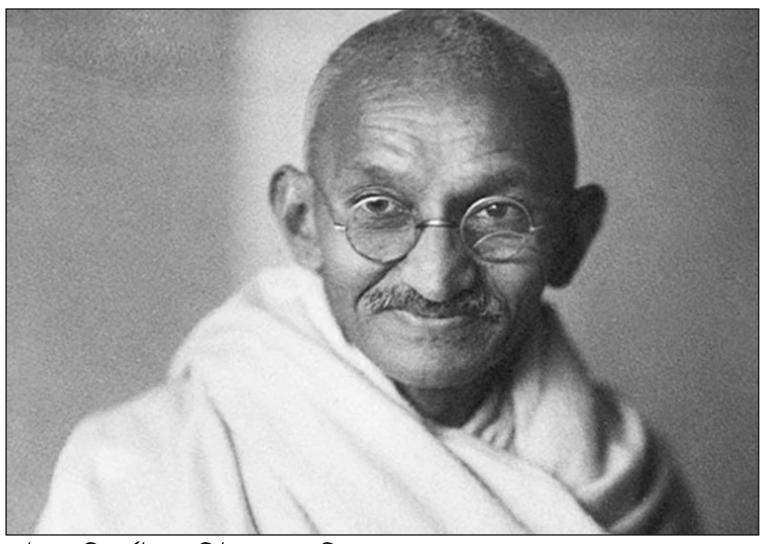

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী মহাত্মা গান্ধীকে পাকিস্তানের জাতির জনক বলে উল্লেখ করে বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী অভিজিৎ ভট্টাচার্য। সম্প্রতি এক পডকাস্টে তিনি বলেন, ভারতের নয়, পাকিস্তানের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী। তার এই মন্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে।

পডকাস্টে সাংবাদিক শুভঙ্কর মিশ্রের সঙ্গে আলোচনা করার সময় অভিজিৎ বলেন, পঞ্চম দা (আর ডি বর্মণ) মহাত্মা গান্ধীর চেয়ে বড় ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী যেমন ভারতের জাতির জনক, তেমনি পঞ্চম দা ছিলেন সংগীত জগতে জাতির জনক। তিনি আরো দাবি করেন, পঞ্চম দা ছিলেন সংগীতের রাষ্ট্রপিতা এবং মহাত্মা গান্ধী পাকিস্তানের জাতির পিতা ছিলেন, ভারতের নয়। ভারত সবসময়ই ছিল, কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে। ভুল করে আমরা মহাত্মা গান্ধীকে আমাদের জাতির জনক বলে থাকি।

এছাড়াও, অভিজিৎ ভট্টাচার্য তার সংগীত ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে কিংবদন্তি সুরকার আর ডি বর্মণের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। তিনি জানান, আর ডি বর্মণের সঙ্গে স্টেজ শোতে পারফর্ম করার সময় তাদের প্রথম আলাপ হয়। পরবর্তী সময়ে এই গায়ক বলিউডের অনেক বিখ্যাত অভিনেতার জন্য গান গেয়েছেন, যার মধ্যে আছেন মিঠুন চক্রবর্তী, শাহরুখ খান, সালমান খান, সঞ্জয় দত্ত, অজয় দেবগন, সানি দেওল এবং অনেকেই।

১৯৯২ সালে 'খিলাড়ি' সিনেমায় অভিজিৎ ভট্টাচার্য তার প্রথম বড় সাফল্য অর্জন করেন, যেখানে তিনি জনপ্রিয় গানগুলোর অংশ ছিলেন, যেমন ওয়াদা রাহা সনম, খুদ কো কেয়া সামঝতি হ্যায়, এবং কেয়া খবর থি জানাবে। তবে বর্তমানে তার প্লেব্যাকের সুযোগ কমে গেছে, আর এই নিয়ে প্রায়শই তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

একই পডকাস্টে শাহরুখ খান ও সালমান খান নিয়ে নিজের মতামতও দেন অভিজিৎ। তিনি শাহরুখ খানকে 'ক্লাস আলাদা' বলে মন্তব্য করেন, তবে সালমান খান সম্পর্কে বলেন, সালমান খান এখনো সেই পর্যায়ে পড়েন না, যাকে নিয়ে চর্চা করা যায়। সালমানকে কটাক্ষ করে অভিজিৎ বলেন, ফুটপাতে পথচারীদের ওপর বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোর জন্য সালমানকে 'দারুবাজ' ও 'ঠরকি' বলি। এছাড়াও, অভিজিৎ দাবি করেন যে, সালমান খান এখন সবসময়ই কাজের জন্য অন্যদের কাছে অনুরোধ করে থাকেন।

মণিপুর গৃহযুদ্ধে ইন্ধন দিচ্ছে মিয়ানমার, চাঞ্চল্যকর দাবি রিপোর্টে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

মণিপুরের মাটিতে অশান্তি জিইয়ে রাখতে চোরাপথে বিদ্রোহীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার! গত ১৩ ডিসেম্বর পূর্ব ইম্ফলে তল্লাশি অভিযানে বিপুল পরিমাণ অত্যাধুনিক অস্ত্র উদ্ধারের পাশাপাশি মিলেছে স্টার লিঙ্কের অ্যান্টেনা ও রাউটার। এই ঘটনার তদন্তে নেমে জানা যাচ্ছে, মিয়ানমার থেকে চোরাপথে এই সব অস্ত্র ও অত্যাধুনিক সামগ্রী পাঠানো হয়েছে।

সেনা সূত্রে জানা যাচ্ছে, গত কয়েক মাসে মণিপুর থেকে যেসব অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে তার বেশিরভাগই মিয়ানমারের। এই দেশের সেনাবাহিনী এমএ ৪ অ্যাসল্ট রাইফেল ব্যবহার করে। যা তল্লাশি অভিযানে কখনও বিদ্রোহীদের কাছ থেকে তো কখনও বিদ্রোহীদের ডেরা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। সেনা কর্মকর্তাদের তরফে জানা যাচ্ছে, গত ৫-৬ মাসে এমন বহু অস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধারের পর তদন্তকারীরা নিশ্চিত মণিপুর হিংসায় ইন্ধন যোগাচ্ছে বিদেশি শক্তি।

শুধু অস্ত্র নয়, উদ্ধার হয়েছে মিয়ানমার সেনার পোশাক এমনকি বুলেটপ্রুফ ভেস্টও। গত সপ্তাহে মণিপুরে ৭টি পিস্তল উদ্ধার হয়, যাতে লেখা 'মেড ইন বার্মা', পাশাপাশি ৫টি মিয়ানমার নির্মিত এমএ ৪ রাইফেল ও একটি একে৪৭। এমনকি মিয়ানমার সেনার পোশাক ও বুটও উদ্ধার হয়েছে। যা নিশ্চিতভাবে চিন্তার।

এ বিষয়ে আধাসেনার এক সিনিয়ার কর্মকর্তা জানান, শুধু যে সেনা বাহিনীর অস্ত্র ও যুদ্ধ সামগ্রী পাঠানো হচ্ছে তা নয়, মণিপুরে গৃহযুদ্ধ জারি রাখতে প্রচুর পরিমাণ দেশি পিস্তল চোরাপথে পাঠানো হচ্ছে। যার সব মিয়ানমারে তৈরি। খালি চোখে এইসব অস্ত্র দেখলে বোঝা কঠিন অস্ত্রগুলি ভারতে নির্মিত নাকি মিয়ানমারে। কিন্তু আমরা এই পার্থক্য সহজেই ধরতে পারি। মিয়ানমারে নির্মিত দেশি পিস্তল আলাদা রকমের হয়। কিছু পিস্তলে তো স্পষ্ট লেখা মেড ইন বার্মা।

উল্লেখ্য, গত ১৯ মাস ধরে জাতি দাঙ্গায় দগ্ধ মণিপুর। সহিংসতায় লাগাম টানতে একদিকে যেমন বিপুল পরিমাণে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে গোটা মণিপুরে অন্যদিকে মায়ানমার সীমান্তকে সিল করতে তৎপর হয়েছে কেন্দ্র। মিয়ানমারের সঙ্গে ১৬৪৩ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে ভারতের। এর মধ্যে শুধু মণিপুরে রয়েছে ৩০ কিলোমিটার। এই গোটা অঞ্চলে কাঁটাতারের বেড়া লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। জায়গায় জায়গায় বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। তারপরও চোরাপথে চলছে অস্ত্রের যোগান।

৩ পাতার পর

'ওঁর থেকে বড় বড় লোক এসেছে দলে'! শুভেন্দুকে নিয়ে এ কী বললেন দিলীপ ঘোষ

একটি টিভি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাজ্যে দলের বর্তমান অবস্থা নিয়ে একাধিক বাছা বাছা মন্তব্য করেছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। যা নিয়ে দলের অন্দরেও চর্চা শুরু হয়েছে।

তিনি দলের রাজ্য সভাপতি থাকাকালীন বাংলায় ৩ থেকে ৭৭ বিধায়কে পৌঁছেছিল বিজেপি। প্রকারান্তরে সে কথা মনে করিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, "আমরা এখানে ৭০ বছর ধরে লড়াই করেছি, বিজেপি এগোতেই পারেনি। যে রেজাল্ট দেবে, তাকেই নেতা করা উচিত।"

দিলীপ এও বলেন, "মনে রাখবেন, অত্যাধিক মেদ হয়ে গেলে শরীরে সমস্যা হয়। বিজেপিরও তাই হয়েছে। তবে এখন বিজেপির মেদ ঝরছে।" এ প্রসঙ্গে দিলীপ মনে করিয়েছেন, সম্প্রতি অন্য দল থেকে অনেকেই বিজেপিতে এসেছেন। তাঁদেরকে পার্টির আদর্শের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, নাম না করে শুভেন্দু অধিকারীকে ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন দিলীপ।

এ প্রসঙ্গে অবশ্য সরাসরি হ্যাঁ বা না-তে জবাব না দিয়ে দিলীপের ব্যাখ্যা, "ওঁর (শুভেন্দুর) থেকে বড় বড় লোক এসেছে দলে। সিপিএম থেকেও অনেক বেশি লোক এসেছে। আমি বলব, যাঁরা এসেছেন, তাঁদের বলব, বিজেপির কালচারটা কী, অর্গানাইজেশন কী চায়, তাঁরা যত তাড়াতাড়ি শিখে নেবেন, তাঁদেরই ভাল।" দিলীপ এও বলেন, "সিপিএমের লোকদের নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। তাঁরা অনেক বেশি শৃঙ্খলাবদ্ধ।" এও বলেছেন, "বিভিন্ন আদর্শের লোক দলে এলে. অ্যাডজাস্ট করতে সমস্যা হতেই পারে, কিন্তু সেটা যদি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে চিন্তায় বিষয়।"

এবারের লোকসভা ভোটে হুগলিতে পরাজিত হয়েছেন দলের সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। সম্প্রতি এ প্রসঙ্গে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকেই দায়ী করেছিলেন বিজেপি নেতা, অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। এ প্রসঙ্গেও তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন দিলীপ ঘোষ। নিজের সময়কালের প্রসঙ্গ টেনে দিলীপের বক্তব্য, "আমি সভাপতি থাকাকালীন বাংলায় হু হু করে বেড়েছে বিজেপি। আমরা ৪১ শতাংশ ভোট পেয়েছি। তখন কিন্তু কেউ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা বলেনি।" বলেছেন, "আমি গোষ্ঠীর নেতা ছিলাম না, দলের নেতা ছিলাম।"

রাজ্য সভাপতি পদে সুকান্ত মজুমদারের মেয়াদ শেষের পথে। তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও। শীঘ্রই বাংলায় গেরুয়া সভাপতি পরিবর্তন হতে পারে। এমন আবহে দিলীপ এহেন একাধিক মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

সিনেমার খবর

যে কারণে ক্ষুব্ধ শর্মিলা ঠাকুর

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

নতুন প্রজন্মের অভিনেতারা শুটিংয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই নিজস্ব টিম নিয়ে সেটে কাজ করেন। যার ফলে অভিনেতাদের খরচ অনেকটাই বেড়ে যায়। বুধবার (১৮ ডিসেম্বর) বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর অভিনেতাদের আচরণে ক্ষুব্ধ বলে মন্তব্য করেছেন।

তিনি মনে করেন, বাস্তবতা থেকে এখনকার অভিনেতারা অনেকটাই দূরে সরে যান, যা পরোক্ষে তাদের ক্যারিয়ারে ক্ষতি করতে পারে।

শর্মিলা বলেন, আমি একটা বিজ্ঞাপনের শুটে রূপটান শিল্পীর কাছ থেকে জানতে পেরেছি- এখনকার অভিনেতারা নাকি তাদের মেকআপ ভ্যান কতটা বড়, তা নিয়েও প্রতিযোগিতায় নামেন।

অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর বেছে বেছে অভিনয় করেন। দীর্ঘদিন বিরতি দিয়ে প্রায় ১৩ বছর পর বলিউডে প্রত্যাবর্তন করলেন তিনি। গত বছর 'গুলমোহর' ওয়েব সিরিজে তার অভিনয় প্রশংসিত হয়। আগামী বছর তার অভিনীত নতুন বাংলা ছবি 'পুরাতন' মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। তবে তিনি প্রতিনিয়তই বলিউড সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী অভিনেতাদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন। পাশাপাশি সমকালীন অভিনেতাদের মানসিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।

অভিনেত্রী বলেন, একটা সময় সেটে ভ্যানিটি ভান শিল্পীদের নিরিবিলিতে থাকার জন্য ব্যবহৃত হতো। সেখানে রান্নাঘর, বৈঠক করার জায়গা ইত্যাদি থাকলে অভিনয় থেকে অভিনেতা আসলে দূরে সরে যান।

শর্মিলার মতে, এই প্রবণতা থেকে সার্বিকভাবে ব্যয়ভার বৃদ্ধি পায় বলে একজন অভিনেতাকেও আকাশছোঁয়া পারিশ্রমিক দাবি করতে হয়।

এর আগে বলিউডে অভিনেতাদের অনৈতিক পারিশ্রমিক বৃদ্ধি প্রসঙ্গে মুখ খুলেছিলেন অনুরাগ কাশ্যপ, করণ জোহর, ফারহা খানের মতো ব্যক্তিত্বরা।

শর্মিলা বলেন, আমি যখন 'আরাধনা'র জন্য পুরস্কৃত হই, তখন নার্গিস ও ওয়াহিদা রহমান দর্শকাসনে। মঞ্চে গান গেয়েছিলেন কিশোর কুমার। তখন পুরো বিনোদন জগৎ উদযাপনে শামিল হতো। এ প্রসঙ্গে বর্তমান সময়ের উদাহরণ দিয়েছেন শর্মিলা।

তিনি বলেন, এখন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কেউ হয়তো দেরিতে আসেন। প্রথমসারির অভিনেতাদের জন্য আলাদা জায়গা থাকে। তার থেকেও বড় বিষয়এ ধরনের অনুষ্ঠানে কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে না! পুরস্কার না পেলে অনেকে উপস্থিতও হন না।

উল্লেখ্য, প্রায় ১৩ বছর পর বলিউডে প্রত্যাবর্তন করেছেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর। গত বছর 'গুলমোহর' ওয়েব সিরিজে তার অভিনয় প্রশংসিত হয়। আগামী বছর তার অভিনীত নতুন বাংলা ছবি 'পুরাতন' মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

৯৯ শতাংশ বিবাহবিচ্ছেদে দোষ পুরুষের: কঙ্গনা

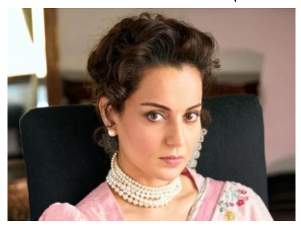

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

ভারতের বেঙ্গালুরুতে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার অতুল সুভাষের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় তোলপাড় দেশ। তার পরিবারের অভিযোগ, স্ত্রীর করা বিবাহবিচ্ছেদের 'মিথ্যা' মামলায় হাজিরা দিতে অন্তত ৪০ বার অতুলকে বেঙ্গালুরু থেকে জৌনপুর গিয়েছেন। এমনকি স্ত্রী নিকিতা সিংহানিয়ার বিরুদ্ধে উঠেছে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ। এর মধ্যে মন্তব্য করে বিতর্ক তৈরি করলেন বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানৌত। এ ঘটনায় নারীবাদের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন বিজেপির এই নেত্রী। কঙ্গনা বলেন, পুরো দেশের কাছে এই ঘটনা বড় ধাক্কা। তার ভিডিও সত্যিই হৃদয়বিদারক। ভারতীয় সংস্কৃতি মেনে বিয়ে হলে সবকিছু ঠিক থাকে। এসবের জন্য দায়ী বামপন্থি বা ভুয়া নারীবাদরা। কোটি কোটি টাকা নেওয়া হচ্ছিল। এটা তো ওই যুবকের ক্ষমতার বাইরে ছিল। চাপে পড়ে এ পদক্ষেপ নিতে হলো তাকে।

অভিযোগকারী বা নির্যাতিতা সঠিক বলছেন কি-না, তা-ও খতিয়ে দেখা উচিত বলে মনে করেন কঙ্গনা। অভিনেত্রী বলেন, এ জন্য এক নারীকে অবশ্য উদাহরণ হিসেবে দেখা উচিত নয়। যেসব নারীর সঙ্গে সত্যিই প্রতারণা করা হয়, তাদের ঘটনাগুলোও আমরা একেবারেই অস্বীকার করতে পারি না। কারণ ৯৯ শতাংশ বিবাহবিচ্ছেদে পুরুষদেরই দোষ থাকে।

এদিকে কঙ্গনার এমন মন্তব্যে চটেছেন নেটিজেনরা। তারা মানতে নারাজ, ৯৯ শতাংশ বিবাহবিচ্ছেদে পুরুষদেরই দোষ থাকে। একজন বলেছেন, 'কঙ্গনার মতো মানুষের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া নেওয়াই উচিত নয়। তিনি নিজেই একজন শোষণকারী। তার নিজেরই বলা ৯৯ দশমিক ৯৯ শতাংশ ঘটনা মিথ্যা।'

অতুল সুভাষের মৃত্যুর ঘটনায় তার স্ত্রী ছাড়াও শ্যালক ও শাশুড়ির বিরুদ্ধেও অভিযোগ করা হয়েছে। অতুল উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। বেঙ্গালুরুতে একটি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় কাজ করতেন তিনি। অতুলের স্ত্রীও চাকরিজীবী। তবে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চালকালীন মাসে ৪০ হাজার টাকা দিতে হতো অতুলকে। এর পরেও অতুলের স্ত্রী ও তার পরিবার আরও ২-৪ লাখ টাকা দাবি করছিলেন বলে অভিযোগ। অতুলের বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশের আদালতে মামলাও করেছিলেন স্ত্রী।

অভিনয় ছাড়ার প্রসঙ্গে যা বললেন আমির খান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

চার দশক বলিউড দাপিয়ে বেড়ানোর পর করোনা মহামারীর সময় অভিনয় ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন বলিউড সুপারস্টার আমির খান। তবে দুই সন্তানসহ তার পরিবার শেষ পর্যন্ত তাকে অভিনয় থেকে অবসর না নিতে রাজি করান।

অবসরের বিষয়ে আমির খান বলেন, 'আমার মাথার মধ্যে আছে যে আমি অবসরে গেছি কিন্তু এরপর আর অবসরে যাওয়া হয়নি। তাই এখনও অভিনয়টা চালিয়ে যেতে হচ্ছে।'

বার্তা সংস্থা লন্ডন এএফপির বরাত দিয়ে একটি খবর প্রকাশ করেছে ফ্রান্স২৪ ডটকম। সেখানে আমির খান বলেন, 'করোনার মাঝামাঝি আমি অনেক কিছু চিন্তা করছিলাম। তখন হঠাৎ করে আমার মনে হলো আমি আমার জীবনের অর্ধেক চলচ্চিত্রের এই জাদুকরী দুনিয়ায় কাটিয়ে দিয়েছি। আমার মনে হলো এই দুনিয়ায় কাজ করতে করতে আমি আমার জীবনের সমস্ত সময় হারিয়ে ফেলেছি। এই চিন্তা আমি মেনে নিতে পারছিলাম না। অপরাধবোধের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন মনে হলো যথেষ্ট হয়ে, অভিনয় আর করবো না।'

এ বছরের মার্চে ৬০ বছর বয়সে পা রাখলেন আমির। বর্তমানে তিনি ভারতের মুম্বাই এ অবস্থান করছেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিছু সময়ের জন্য অভিনয় এবং প্রযোজনা চালিয়ে যেতে চান।

তিনি তার কোম্পানি আমির খান প্রোডাকশন নিয়ে কাজ করছেন। সেই সুবাদেই হয়ত চলতি মাসে সালমান ও শাহরুখ খানকে নিয়ে একসঙ্গে সিনেমায় কাজ করার কথা জানান আমির।

মিস্টার পারফেকশনিস্ট জানান, সালমান ও শাহরুখের সঙ্গে বসে নতুন ছবি নিয়ে আলোচনা হয়েছে তার। ছয় মাস আগে সালমান ও শাহরুখের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তখন আমাদের মধ্যে এই নিয়ে আলোচনা হয়। সত্যিই আমাদের একসঙ্গে ছবি করা দরকার। আমরা আলোচনার মধ্যেই আছি। দেখা যাক কত দূর এগোয়!

১৯৭০ সালে শিশু অভিনেতা হিসেবে তার চলচ্চিত্রের জীবন শুরু হয়। এরপর একের পর এক তার অভিনয় দক্ষতা দিয়ে ভক্তদের মন জয় করে নেন।

অস্কার থেকে ছিটকে গেল 'লাপাতা লেডিস'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

ভারতের গ্রামীণ গৃহবধূদের নিয়ে গল্পে বলিউড সিনেমা 'লাপাতা লেডিস' নির্মাণ করা হয়। সেই গল্প আর বিশ্বমঞ্চে পৌঁছাল না। অস্কারের দৌড়ে টিকতে পারল না আমির খান ও কিরণ রাওয়ের এই সিনেমা।

ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, সেরা আন্তর্জাতিক সিনেমার তালিকায় ভোটাভুটির জন্য মোট ১৫টি সিনেমাকে বেছে নেওয়া হয়। সেখানে ভারতের পক্ষ থেকে পাঠানো হয় 'লাপাতা লেডিস' সিনেমাকে। কিন্তু সিনেমাটি অস্কারের বাছাই পর্ব থেকেই ছিটকে যায়।

গত বছর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় 'লাপাতা লেডিস'। স্পর্শ শ্রীবাস্তব, নীতাংশি গোয়েল ও প্রতিভা রান্টা অভিনীত এই সিনেমার অন্যতম প্রযোজক আমির খান। প্রায় পাঁচ কোটি রুপির বাজেটে তৈরি এই সিনেমার আয় ২৫ কোটির একটু বেশি।

তবে সমালোচক মহলে তা সমাদৃত হলেও পরবর্তীতে ওটিটিতে বহু দর্শক সিনেমাটি দেখেছেন ও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে জায়গা করে নিতে পারল না।

প্রসঙ্গত, এর আগে 'লাগান' সিনেমার সৌজন্যে অস্কার অনুষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন আমির খান। সেরা বিদেশি সিনেমার ক্যাটাগরিতে চূড়ান্ত মনোনয়ন পেয়েছিল আশুতোষ গোয়ারিকর পরিচালিত সিনেমাটি। কিন্তু সেই বছর অস্কার পায় 'নো ম্যান'স ল্যান্ড'। 'লাগান' সিনেমার সহকারী পরিচালক ছিলেন কিরণ। আর 'লাপাতা লেডিস' তার পরিচালনায় তৈরি এবং সিনেমার প্রযোজনাতেও তিনি অংশীদার। যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েও সিনেমাটির প্রচার করেছিলেন কিরণ-আমির।

বাবাকে অপমান, মুকেশ খান্নাকে হুঁশিয়ারি দিলেন সোনাক্ষী

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

এক রামায়ণ নিয়ে যত কাণ্ড। রামায়ণ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের ভুল উত্তর দিয়েছিলেন সোনাক্ষী সিনহা। সম্প্রতি সেই প্রসঙ্গ তুলে বাবা শত্রুঘ্ন সিনহাকে অপমান করেন মুকেশ খান্না। এতেই রেগে আগুন সোনাক্ষী। সোশাল মিডিয়ায় দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে বর্ষীয়ান অভিনেতাকে সতর্ক করেছেন তিনি।

২০১৯ সালে 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি' শো'তে গিয়েছিলেন সোনাক্ষী। এক প্রতযোগির তারকা সঙ্গী ছিলেন তিনি। সেখানেই প্রশ্ন করা হয়, হনুমান কার জন্য সঞ্জীবনী নিয়ে গিয়েছিলেন? জবাবে প্রথমে সোনাক্ষী ও তার সহ-প্রতিযোগী বলেছিলেন সীতা। কিন্তু পরে লাইফলাইন ব্যবহার করে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে সমর্থ হন। সম্প্রতি সিদ্ধার্থ কান্নানকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে সেই প্রসঙ্গ নিয়ে মুকেশ জানান, এর জন্য শত্রুঘ্ন সিনহা দায়ী। তিনি মেয়ে সোনাক্ষীকে রামায়ণ জ্ঞান দিতে পারেননি।

মুকেশের মন্তব্যের জবাবে সোনাক্ষী তার ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, 'প্রিয় মুকেশ খান্নাজি, আমি সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে পড়লাম আপনি বলেছেন এটা আমার বাবার দোষ যে আমি বহু বছর আগে একটি শো করতে গিয়ে রামায়ণ সংক্রান্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারিনি। প্রথমেই আপনাকে মনে করিয়ে দেই, সেদিন হট সিটে দুইজন মহিলাও বসেছিলেন যারা একই প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারেনি। আপনি শুধু আমার নাম নিয়ে কথা বলে গেছেন আর তার কারণ খুবই স্পষ্ট। হ্যাঁ, আমি হয়তো সেদিন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। কিন্তু আপনি তো স্বয়ং ভগবান রামের দেওয়া ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়ার শিক্ষা মনে রাখেননি।'

নিজের বক্তব্যের শেষে অভিনেত্রী লেখেন, 'পরেরবার যদি আমার বাবার দেওয়া মূল্যবোধ নিয়ে কিছু বলার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন সেই মূল্যবোধের জন্যই আমি শুধু এই কথাগুলো বলেছি অত্যন্ত সম্মানজনকভাবে। তাও আবার আপনি আমার লালন-পালন নিয়ে প্রশ্ন তোলার পরে। আপনার সুস্থতা কামনা করি।'

রিয়ালের ঘরেই গেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপের প্রথম শিরোপা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

রিয়াল মাদ্রিদের শোকেসে যুক্ত হলো আরেকটি শিরোপা। নতুন আঙ্গিকের ফিফা ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ জিতে সাফল্যে ভরা বছরটি আরেকটি অর্জন দিয়ে শেষ করল গ্যালাকটিকোসরা।

বুধবার রাতে কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামে ফাইনালে মেক্সিকোর পাচুকা এফসির বিপক্ষে ৩-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে রিয়াল। তিনটি গোল এসেছে কিলিয়ান এমবাপ্পে, রদ্রিগো ও ভিনিসিউস জুনিয়রের পা থেকে।

এ বছরে এটি রিয়ালের পঞ্চম শিরোপা। এর আগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, লা লিগা, উয়েফা সুপার কাপ ও স্প্যানিশ সুপার কাপ জেতে কার্লো আনচেলত্তির দল।

আগের ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের পরিবর্তে ছয় মহাদেশের সেরা ক্লাবগুলোকে নিয়ে নতুন আঙ্গিকে শুরু হলো ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণের ম্যাচে ৩৭তম মিনিটে এগিয়ে যায় রিয়াল। গতিতে ডিফেন্ডারদের পেছনে ফেলার পর পায়ের কারিকুরিতে গোলরক্ষককে এড়িয়ে বাইলাইনের কাছাকাছি চলে যান ভিনিসিউস। সেখান থেকে চমৎকার কাটব্যাকে এমবাপ্পেকে খুঁজে নেন। অনেকটা শুয়ে পড়ে পা ছুঁয়ে বল জালে জড়ান এমবাপ্পে। ৫৩তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রদ্রিগো। এমবাপ্পের কাছ থেকে বল পেয়ে ডি-বক্সের মাথা থেকে বাঁকানো শটে জাল খুঁজে নেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। ভিএআর মনিটরে অনেকবার রিপ্লে দেখে গোল দেন রেফারি।

৮৪তম মিনিটে সফল স্পট কিকে ব্যবধান বাড়ান ভিনিসিউস। লুকাস ভাসকেসকে পাচুকার ওসামা ইদ্রিসি ফাউল করলে ভিএআরের সাহায্য নিয়ে পেনাল্টি দেন রেফারি।

যোগ করা সময়ে চমৎকার হেডে রিয়ালের জাল বল জড়ান পাচুকার আনহেল মেনা। তবে, অফসাইডে থাকায় মেলেনি গোল।

অশ্বিনের অবসরের ঘোষণায় কোহলির আবেগঘন বার্তা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

ব্রিসবেনে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ বৃষ্টির কারণে ড্র হয়েছে। বুধবার শেষ দিনে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শুরুর পরই নামে বৃষ্টি। খেলা বন্ধ হয়ে যায়। দুই দল ফিরে যায় ড্রেসিংরুমে। তখন দেখা যায়, বিরাট কোহলি আর রবিচন্দ্রন অশ্বিন ড্রেসিংরুমে পাশাপাশি বসে আছেন। কোহলিকে কিছু একটা বলছেন অশ্বিন। তার চোখ দিয়ে জল ঝরছে। কোহলির মুখেও যেন নেমে এসেছে অন্ধকার!

তখনও কেউ জানত না, রবিচন্দ্রন অশ্বিন একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেছেন ভারতের এই অভিজ্ঞ স্পিন অল-রাউন্ডার। ব্রিসবেন টেস্ট শেষ হওয়ার পরই তিনি এই ঘোষণা দেন।

ব্রিসবেন টেস্টের পর ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার সঙ্গে সংবাদ সম্মেলনে নিজের অবসর নিয়ে অশ্বিন বলেন, 'ভারতের ক্রিকেটার হিসেবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সব সংস্করণে এটাই আমার শেষ দিন। আমি মনে করি ক্রিকেটে দেয়ার মতো আমার আরও কিছু আছে, তবে সেটা ক্লাব পর্যায়ের জন্য। কাজেই এটাই শেষ দিন। আমার অনেক স্মৃতি থাকবে রোহিতসহ সবার সঙ্গে।'

দীর্ঘ সময় একসঙ্গে খেলেছেন কোহলি-অশ্বিন। তাই সতীর্থের বিদায়বেলায় আবেগ সামলাতে পারেননি। অশ্বিনের অবসর ঘোষণার পর টুইটারে আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন কোহলি। সেখানে ভারতীয় এই ব্যাটার লিখেন, 'আমি তোমার সঙ্গে ১৪ বছর ধরে খেলেছি, আর আজ যখন তুমি জানালে যে তুমি অবসর নিচ্ছ, তখন আমি একটু আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লাম। আমাদের একসঙ্গে খেলার সব মুহূর্তের স্মৃতিচারণা আমার মনে ভেসে উঠল। আমি তোমার সঙ্গে এই পুরো যাত্রাটা ভীষণভাবে উপভোগ করেছি, অ্যাশ। তোমার দক্ষতা আর ম্যাচ জেতানো অবদান ভারতীয় ক্রিকেটে অতুলনীয়, আর তুমি চিরকাল একজন কিংবদন্তি হিসেবে স্মরণীয় থাকবে। তোমার পরিবারের সঙ্গে জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে তোমার জন্য শুভকামনা। প্রচুর সম্মান ও ভালোবাসা তোমার জন্য। ধন্যবাদ, বন্ধু।'

১০৬ টেস্ট খেলে অশ্বিনের ঝুলিতে আছে ৫৩৭ উইকেট। অনিল কুম্বলের (৬১৯) পর তিনিই সাদা পোশাকে ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি উইকেট নিয়েছেন। ১১৬ ওয়ানডেতে ১৫৬ ও ৬৫ টি-টোয়েন্টিতে ৭২ উইকেট নিয়েছেন তিনি। ব্যাটিংয়েও স্মরণীয় অনেক মুহূর্ত আছে তার। টেস্টে ৬ সেঞ্চুরিতে অশ্বিনের সংগ্রহে আছে ৩ হাজার ৫০৩ রান। ফিফটি ১৪টি। তাছাড়া রেকর্ড ১১বার প্লেয়ার অব সিরিজ হওয়ার কীর্তি আছে তার।

বুমরাহ'তে বুঁদ সুন্দর পিচাই, এককথায় ইলন মাস্ক বললেন...

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

একদিন আগেই সংবাদ সম্মেলনে জাসপ্রিত বুমরাহকে ভারতীয় দলের ব্যাটিং নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। সে সময়ে ওই সাংবাদিক জুড়ে দিয়েছিলেন, 'ব্যাটিং নিয়ে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে যদিও আপনি আদর্শ ব্যক্তি নন'। তাতে অবশ্য বুমরাহ পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন, 'আমার ব্যাটিং দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, আপনি?'

বল হাতে দুর্দান্ত বুমরাহ। তবে ব্যাট হাতে কোনো ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীই বুমরাহর ওপর ভরসা করবেন না। এবার সেই বুমরাহ-ই ক্রিজে দাঁতে দাঁত চেপে টিকে থেকে ফলো-অন এড়িয়েছেন। গ্যাবায় তৃতীয় টেস্টে যখন রোহিতদের আর কোনো আশা নেই, ঠিক তখনই শেষ উইকেটে আর্শদীপকে নিয়ে লড়াই চালিয়েছেন বুমরাহ। আর তাতে মুগ্ধ গুগল প্রধান সুন্দর পিচাই। সুন্দরের সঙ্গে সঙ্গে ইলন মাস্কও বুমরাহের ব্যাটিং নিয়ে সংক্ষেপে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

আগের দিনের সংবাদ সম্মেলনে বুমরাহর 'গুগল করে নাও' মন্তব্যের রেশ টেনেই সুন্দর পিচাই লেখেন, 'আমি গুগল করেছি। কামিন্সকে যে এভাবে হুক শটে ছক্কা মারতে পারে, সে নিশ্চিত ভাবে ব্যাট করতে পারে। খুব ভালো খেলেছো জাসপ্রিত বুমরাহ। দীপের সঙ্গে ব্যাট করে ফলো-অন বাঁচিয়েছ।'

সুন্দর পিচাইয়ের এই সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টটি নজর এড়ায়নি এক্স'র মালিক ইলন মাস্কের। তিনি সুন্দরের পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় লেখেন, 'নাইস'।

অদ্ভুত কারণে বাদ দেয়া হলো ভারতীয় ক্রিকেটারকে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

নির্বাচকদের কথা না শোনায় রাজ্যদল থেকে ভারতের তারকা ক্রিকেটার সাঞ্জু স্যামসন বাদ পড়েছেন। যদিও এতদিন গুঞ্জন উঠেছিল, একটানা ভালো খেললেও জাতীয় দলে তার সুযোগ মেলে না। এবার রাজ্যদল থেকেই বাদ পড়লেন উইকেটকিপার এই ব্যাটার।

সদ্য সমাপ্ত সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে কেরালা দলকে নেতৃত্ব দেন সাঞ্জু। তবে তার নেতৃত্বে নক-আউটের টিকিট হাতে পায়নি দলটি। এবার আসন্ন বিজয় হাজারে ট্রফির জন্য ঘোষিত স্কোয়াডে জায়গা মেলেনি স্যামসনের।

জানা গেছে, ফর্ম বা ক্রিকেটীয় কারণে সাঞ্জু বাদ পড়েননি। বরং অদ্ভুত এক কারণে স্কোয়াড থেকে তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কেরালা ক্রিকেট সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ওয়ানাডের প্রস্তুতি শিবিরে যোগ দেননি স্যামসন। তাই তাকে বিজয় হাজারে ট্রফির স্কোয়াডে রাখা হয়নি।

এদিকে স্যামসন ছাড়াও অভিজ্ঞ তারকা সচিন বাবিও স্কোয়াডে নেই। মুস্তাক আলির মঞ্চে চোট পান তিনি। চোট সারতে এখনও কয়েকদিন সময় লাগবে তার। তাই তাকে নিয়ে পরে সিদ্ধান্ত নেবেন নির্বাচকরা। অভিজ্ঞ এই দুই তারকার অনুপস্থিতিতে বিজয় হাজারে ট্রফিতে ব্যাটার সলমন নিজার কেরালাকে নেতৃত্ব দেবেন।

এর আগে, ৩০ জনের প্রাথমিক স্কোয়াডে নাম ছিল স্যামসনের। পরে কৃষ্ণগিরি স্টেডিয়ামে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেন দলটির ক্রিকেটাররা। এরপর ১৯ জনের চূড়ান্ত স্কোয়াড বেছে নেওয়া হয়। ক্যাম্পে যোগ না দেওয়ায় সাঞ্জুকে ছাড়াই ঘোষণা করা হয়

বিজয় হাজারে ট্রফির জন্য কেরালার স্কোয়াড: সলমন নিজার (ক্যাপ্টেন), রোহন কুন্নুমাল, শন রজার, মোহাম্মদ আজহারউদ্দিন (উইকেটকিপার), আনন্দ কৃষ্ণন, কৃষ্ণ প্রসাদ, আহমেদ ইমরান, জলজ সাক্সেনা, অদিত্য সারওয়াটে, সিজমন জোসেফ, বাসিল থাম্পি, বাসিল এনপি, নিধীশ এমডি, ইডেন অ্যাপেল টম, সরাফউদ্দিন, অখিল স্কারিয়া, বিশ্বেশ্বর সুরেশ, বৈশাক চন্দ্রন ও আজনাস এম (উইকেটকিপার)।

আফ্রিকার বর্ষসেরা লুকমান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

আফ্রিকার ২০২৪ সালের বর্ষসেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন আটলান্টার নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড আদেমোলা লুকমান। মরক্কোতে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে গতকাল বর্ষসেরাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয় আফ্রিকান ফুটবল কর্তৃপক্ষ, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনোও। নারী বিভাগে সেরা হয়েছে জাম্বিয়ার বারব্রা বান্ডা। সতীর্থ ভিক্টর ওশিমেনের কাছ থেকে লুকমান এবারের সেরার আসন ছিনিয়ে নিয়েছেন। ১৯৯৯ সালে নুয়ানকো কানুর পর প্রথম নাইজেরিয়ান হিসেবে গত বছর ওশিমেন সেরার মুকুট পেয়েছিলেন।

নাইজেরিয়া ও বর্তমানে সিরি আর টেবিলের শীর্ষ দল আটালান্টার হয়ে ধারাবাহিক দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করার পুরস্কার হিসেবে ২৭ বছর বয়সি লুকমান এবারের সেরার পুরস্কার জয় করেছেন। তার তিন গোলেই নাইজেরিয়া ২০২৪ আফ্রিকান নেশন্স কাপের ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। ফাইনালে অবশ্য স্বাগতিক আইভরি কোস্টের কাছে ২-১ গোলে পরাজিত হয়েছিল নাইজেরিয়া। ক্যামেরুনের বিপক্ষে শেষ ষোলোতে জয়ের ম্যাচে দুই গোল করেছিলেন লুকমান। কোয়ার্টার ফাইনালে অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে ১-০ ব্যবধানের জয়ের ম্যাচে একমাত্র গোলটিও ছিল তার। আফ্রিকান নেশন্স কাপের কয়েক মাস পর লন্ডনে জন্মগ্রহণকারী এই অ্যাটাকার ডাবলিনে ইউরোপা লিগের ফাইনালে বায়ার লেভারকুসেনের বিপক্ষে আটালান্টার হয়ে ৩-০ ব্যবধানের জয়ের ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছিলেন। সেরার ট্রফি হাতে নিয়ে লুকমান বলেছেন, 'এটা সত্যিই অসাধারণ এক অনুভূতি। আফ্রিকার তরুণদের উদ্দেশে আমি বলতে চাই কখনো ছেড়ে দিবো না। ব্যথাকে শক্তিতে পরিণত করো।' আফ্রিকার জাতীয় দলগুলোর কোচ ও অধিনায়কের ভোটে বর্ষসেরা বেছে নেয়া হয়। প্রথাগতভাবে তিনজন মনোনীত খেলোয়াড়ের নাম ভোটের জন্য দেয়ার রীতি থাকলেও এবার দেয়া হয়েছিল পাঁচজনের নাম।

এই তালিকায় রানার্সআপ হওয়া চারজন হলেন দক্ষিণ আফ্রিকার গোলরক্ষক রনওয়েন উইলিয়ামস, মরক্কোর ফুল-ব্যাক আশরাফ হাকিমি, আইভরি কোস্টের উইঙ্গার সাইমন আডিনগ্রা ও গিনির ফরোয়ার্ড সেরহু গুইরাসি। তবে এই তালিকায় ছিলেন না লিভারপুলের মিসরীয় ফরোয়ার্ড মোহাম্মদ সালাহ কিংবা আল নাসরের সেনেগালিজ ফরোয়ার্ড সাদিও মানে। সবচেয়ে বেশিবার এই খেতাব জয়ের রেকর্ড রয়েছে এই দুই তারকারই। নারী বিভাগে সেরা হয়েছে জাম্বিয়ান ফরোয়ার্ড বান্ডা। যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ওরলান্ডো প্রাইড ও জাতীয় দলের হয়ে বেশ কিছু গোল করার সুবাদে তাকে সেরা হিসেবে বেছে নিয়েছে সংশ্লিষ্টরা। ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে জাম্বিয়ার হয়ে বান্ডা চার গোল করেছেন। এর মধ্যে গ্রুপপর্বে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারের ম্যাচটিতে হ্যাটট্রিক করেছিলেন। নিয়মিত মৌসুমে তার দেয়া ১৩ গোল ও প্লে-অফে চার গোলে ওরলান্ডো প্রাইড প্রথমবারের মতো ন্যাশনাল উইমেন্স সকার লিগে জয়লাভ করে। এছাড়া এই বিভাগে রানার্সআপ হয়েছে মরক্কোর ফরোয়ার্ড সানা এমসুডি ও নাইজেরিয়ান গোলরক্ষক চিয়ামাকা এননাডোজি।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরে অশ্বিন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন ভারতের স্পিনিং অলরাউন্ডার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়া-ভারতের তৃতীয় টেস্ট ড্রয়ের পর জানান, সব ফরম্যাট থেকেই অবসর নিচ্ছেন তিনি। অশ্বিন টেস্ট ফরম্যাটে ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী হয়েই বিদায় নিচ্ছেন। ২৪ গড়ে ১০৬ টেস্টে ৫৩৭ উইকেট তার ঝুলিতে। ভারতের ক্রিকেটে অশ্বিনের সামনে আছেন কেবল ১৩২ টেস্ট থেকে ৬১৯ উইকেট নেয়া অনিল কুম্বলে। বেশ কিছুদিন ধরেই ভারতের ঘরের বাইরের সূচিতে নিয়মিত মুখ নন অশ্বিন। ভারতের পরের সিরিজ ইংল্যান্ডে। যখন খেলা হবে তখন তার বয়স হবে ৩৯। সবকিছু বিবেচনায় এখানেই ম্যান ইন ব্লুদের হয়ে শেষ দেখে নিয়েছেন অশ্বিন। ৫৩৭ উইকেটের পাশাপাশি ৩ হাজার ৪৭৪ রান তার নামের পাশে। আছে শ্রীলঙ্কার মুত্তিয়া মুরালিধরনের পাশাপাশি ১১টি ম্যান অব দ্য সিরিজের বিশ্বরেকর্ড।

অবসরের ঘোষণা দিতে গিয়ে অশ্বিন বলেন, 'আমার এখানে আসার কথা ছিল না। কিন্তু একটা কথা সকলকে জানানোর জন্য এসেছি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এটাই আমার শেষ দিন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে আমি অবসর নিচ্ছি।'

টি-টোয়েন্টি ও ওডিআই থেকে অনেকদিন আগেই বাদ পড়েছেন অশ্বিন। শেষবার আন্তর্জাতিক টি২০ খেলেন তিনি ২০২২ সালে আর শেষ ওডিআই খেলেন গত বিশ্বকাপের সময়। টেস্টে অশ্বিন অভিষেক করেন ২০১১ সালে দিল্লিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচে অশ্বিন সেরা হন। দুটো ইনিংস মিলিয়ে তিনি নেন মোট ৯টি উইকেট। ২০১১ সাল থেকে ২০২৪ সালে এসে টেস্টের জার্সি তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata- 700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR